Department of Bengali
Patna University
subject Bengali
CC-12 Unit-05
M.A , SEM -III
Teacher-Dr. Sagar Sarkar

Topic- Chaitanya Choritamrita

রামানন্দ রায়ের সাধ্য সাধন তত্ত্ব শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ অবলম্বনে আলোচনা করো।
অথবা
সাধ্য সাধন তত্ত্ব বলতে কি বোঝায়? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বর্ণিত সাধ্য সাধন তত্ত্বটি আলোচনা করো।

শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণের সময় রায় রামানন্দ সঙ্গে সাক্ষাৎ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অনাদি কাল থেকেই মানুষের জিজ্ঞাসা জীবনের লক্ষ্য কি? মানুষের সাধ্য কি? সমগ্র বিশ্বে প্রেম একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।প্রেম ছাড়া জীবনে আর কিছু কাম্য নয় প্রেমের বৈচিত্র মধ্য দিয়ে সমগ্র জীবন গড়া। ইহকাল-পরকাল কিছু নেই আছে শুধু প্রেম । আর এই প্রেম সর্বস্বতা দ্বারাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম বিশিষ্ট। ভগবত সাধনার সব পথকে শেষ পর্যন্ত প্রেমের পথে প্রবর্তিত করেছেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যগন। সেই তথ্যটি নাম সাধ্য সাধন তত্ত্ব। আর মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য বস্তু কোন উপায় পাওয়া যেতে পারে তার নির্ণয় চেষ্টাকে বলা হয় সাধ্যসাধন নির্ণয়।

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব গোদাবরী তীরে উপস্থিত হলেন। সেখানে তার সঙ্গে রামানন্দ রায়ের মিলন ঘটে। অতঃপর তাদের পরস্পরের মধ্যে আধ্যাত্মিক বিষয়ে যে আলোচনা শুরু হয় তাই সাধ্য সাধন তত্ত্ব নির্ণয় নামে খ্যাত। মহাপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে রামানন্দ সাধ্য নির্ণয় করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য " **এহো বাহ্য আগে কহ আর** " এই উক্তিটি বারবার বলে রামানন্দের নিকট থেকে সাধ্য তম বস্তুর সন্ধান নিলেন।

প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধের নির্ণয়
রায় কহে স্বধর্মাচরণে বিষ্ণু ভক্তি হয়।

অর্থাৎ রামানন্দ রায় বললেন বিষ্ণু ভক্তি হচ্ছে সাধ্য বস্তু বা মানবের চরম কাম্য বস্তু। জীব হলো শ্রী কৃষ্ণের নিত্য দাস। সাধারণ মানুষের পক্ষে বর্ণাশ্রম দ্বারাই বিষ্ণু ভক্তি প্রকাশিত হয়। তাতেই বিষ্ণু প্রীত হয় কিন্তু মহাপ্রভুর প্রেম ধর্ম মতে একমাত্র শ্রদ্ধা-ভক্তি দ্বারা কৃষ্ণ বন্ধন হয়। ভক্তিবা দীদের বর্ণাশ্রম ধর্ম ত্যাগ করতে হয়। তাই রামানন্দের সাধ্য নির্দেশ পছন্দ হলো না। তখন রায় বলেন -**কৃষ্ণের সমারপন সদ্যাসার"** কিন্তু জীবের স্বরুপানুবন্ধি কৃষ্ণপ্রেম নয় বলে এটাও সকাম উপাসনা। অতএব বাহ্য বস্তু। অসৎ কর্ম কি করে কৃষ্ণ অর্পণ করা হবে মহাপ্রভুর সন্তুষ্ট হলেন না। রায় রামানন্দ একবার বললেন-**" স্বধর্মত্যাগ এই**

সাধ্যসার " কিন্তু অন্ধভাবে স্বধর্মত্যাগী কিছু ফল নেই বলে প্রভু এতেই সন্তুষ্ট। রামানন্দ তখন ক্রমে ক্রমে জ্ঞান মিশ্র ভক্তি, জ্ঞানশূন্য ভক্তি বললেও প্রেমভক্তি কে সর্বসাধ্য সার বললেন। কারণ প্রেম ভক্তিতে মুক্তি লালসা ব্যতীত সার্বিক চিত্তে আর কোনো বৃত্তি থাকেনা। কিন্তু এবার প্রভু বলেন-**" ইহ হয় আগে কহ আর "**

অতঃপর সাধ্য নির্ণয় রামানন্দ ভক্তি বিস্তর পরম্পরায় কথা বলতে বাধ্য হলেন। প্রেমভক্তি নানা ধরনের হতে পারে। লৌকিক জীবনে সামরিক চুক্তি গুলি বিশেষ বিশেষ প্রিয়জনকে কেন্দ্র করে নানা ভাবে বিকশিত হয়। বৈষ্ণব আচার্যরা সেই বৃত্তি গুলিকে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন।

রায় রামানন্দ বলেন প্রেমভক্তি মধ্যে দাস্য প্রেম হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সাধ্য। কিন্তু প্রভু একে গ্রহণ করলেন না। কারণ দাস্য প্রেমে দা স্যেরর জন্য গৌরব বুদ্ধি থাকে বলে এর বেশি বিকাশ হয় না। তার উপরে সখ্য প্রেমকে শ্রেষ্ঠ সাধ্য বললেও প্রভু সন্তুষ্ট না হয়ে উৎকৃষ্ট সাধের কথা বললেন। কারণ সখ্য প্রেমে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখা গণের তুলল বৃদ্ধি থাকে , অসংকোচে ভাব থাকে। একে উত্তম বললেও অগ্রসর হতে বললেন রামানন্দ কে। তখন রায় রামানন্দ বললেন- **" বাৎসল্য প্রেম সর্বসাধ্য সার"** এই প্রেমে শ্রীকৃষ্ণের হীন বুদ্ধি আছে এতে নন্দ যশোদা পালক এবং শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছে পাল্য। এতে শান্ত, দাস্য, ও সখ্য ভাব তো আছেই বাৎসল্যের পাল্য পালকের ভাব আছে। কিন্তু কিন্তু মহাপ্রভু বললেন-

" এ হোতম, আগে কহ আর
রায় কহে কান্তা প্রেম সর্বসাধ্য সার " ।

রায় রামানন্দ সর্বশেষ্ঠ সাধ্য বস্তু রূপে কান্তা প্রেমের কথা বললেন।

রামানন্দ রায় কান্তা প্রেমকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলেছেন । কৃষ্ণ প্রেমের জন্য নানা প্রকার সাধন আছে । রামানন্দ রায় আরো বললেন কান্তা প্রেমের শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধে-

পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি এই প্রেমা হইতে
এই প্রেমের রস কৃষ্ণ কহে ভাগবতে"।

কান্তা প্রেমে শান্তের নিষ্ঠা , দাস্যে র সেবা, সখ্যের অসঙ্কোচ ভাব, বাৎসল্য পালন মমতাধ্যিক্যের সঙ্গে কৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত নিজ দাঁড়া সেবা আছে। সে কারণে কান্তা প্রেমকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে।

রামানন্দ কান্তা প্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠ রাধার প্রেম কে বলেছেন। আর এই প্রেমের মধ্যে দিয়ে সাধ্য সাধন তত্ত্ব আলোচনা শেষ হলে শ্রী চৈতন্যদেব কে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলেছেন এবং তার শিক্ষাকে সর্বভৌম বলে ভক্তি তত্ত্বের জিজ্ঞাসা করেছেন। কিন্তু মহাপ্রভু প্রবল ইচ্ছাশক্তি রামানন্দের মনকে প্রভু স্বরূপ তত্ত্বে সম্বন্ধে আচ্ছন্ন করে রাখল।